সংবাদ

তারিখ 23 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

রায়পুরায় এসএসসির ফরম পূরণে বেপরোয়া বাণিজ্য

তথ্য চাওয়ায় সাংবাদিকদের ওপর চড়াও

সাধন দাস, রায়পুরা (নরসিংদী)

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএসসির ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। গত সোমবার অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু উচ্চ বিদ্যালয়ে সংবাদকর্মীরা। অফিস কক্ষে প্রধান শিক্ষক না থাকায় দায়িত্বরত অফিস সহকারীর কথামতে অন্য কক্ষে অবস্থিত সাজ্জাদ নামে এক সহকারী শিক্ষকের সাথে কথা হয়। উক্ত শিক্ষক সাজ্জাতের নিকট ফরম পূরণে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোন ধরনের অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়েছে কি না জানতে চাইলে প্রথমে তিনি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অশালীন আচরণ করেন এবং একপর্যায়ের তথ্য না দিয়ে উল্টো সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হন। এ সময় পাশের শ্রেণীকক্ষ থেকে আমিমুল এহসান নামে এক সহকারী শিক্ষক দৌড়ে এসে সাংবাদিকদের দ্রুত স্কুল ত্যাগ করার হুমকি দেন। তাৎক্ষণিক রায়পুরা প্রেসক্লাবে উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন উপজেলা চেয়ারম্যান, নির্বাহী কর্মকর্তা, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সচেতন মহলের নেতৃবৃন্দ। এ ঘটনার পর মোবাইল ফোনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ফারুক মিয়া অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য সাংবাদিকদের নিকট ক্ষমা চান। সেই সাথে চায়ের দাওয়াত দেন। জানা যায়, ফরম পূরণে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিভিন্ন খাত দেখিয়ে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করেছে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকার নির্ধারিত জনপ্রতি সর্বোচ্চ ১ হাজার ৮শ টাকা আদায় করার নির্দেশনা থাকলেও প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন খাত দেখিয়ে ২ হাজার থেকে ৩ হাজার ৫শ টাকা পর্যন্ত আদায় করছে। এর মধ্যে নীলকুটি রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু উচ্চ বিদ্যালয় একটি।

এ ব্যাপারে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সাবেক মন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু-এমপির সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাকে পাওয়া যায়নি। পরে কথা হয় বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য ডাঃ আসাদের সঙ্গে। তিনি বলেন, ফরম পূরণে কোন ধরনের বাড়তি ফি নেয়া যাবে না মর্মে কমিটির সভাপতি কড়া নির্দেশ রয়েছে। তাই অতিরিক্ত ফি আদায়ের সুযোগ নেই। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নার্গিস সুলতানা বলেন, অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মতিন বলেন, সংবাদকর্মীদের ওপর শিক্ষককর্তৃক চড়াও বিষয়টি সত্যিই দুঃখজনক। উপজেলা চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, তথ্য অধিকার আইনে যে কেউ আসলে তথ্য দিতে বাধ্য। সাংবাদিকদের প্রতি এমন আচরণ দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। প্রেসক্লাব সভাপতি মোসলেহ উদ্দিন বাচ্চুর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন, সাংবাদিক মেহেদী হাসান রিপন, এস এম শরীফ, মোঃ মোস্তফা খান, সাধন দাস, রফিকুল হক রফিক, মাহবুবুল আলম লিটন, ফরিদ মিয়া প্রমুখ।